জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - মার্চ ২০০৮/০২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* জাতিসংঘ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশসমূহকে তাদের ব্যতিক্রমধর্মী উন্নয়ন সমস্যাসমূহ মোকাবেলায় সহযোগিতার আশ্বাস
* সন্ত্রাস দমনে এবং সহনশীলতা সৃষ্টিতে জাতিসংঘ ও ইসলামী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে - বান কি-মুন
* জাতিসংঘ পর্যবেক্ষণে সাইপ্রাসের নেতারা এ মাসের শেষে সরাসরি আলোচনায় বসতে সম্মত হয়েছেন
* পাকিস্তানে দ্বৈত আত্মঘাতি বোমা হামলায় জাতিসংঘ মহাসচিবের গভীর দুঃখ প্রকাশ

জাতিসংঘ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশসমূহকে তাদের ব্যতিক্রমধর্মী উন্নয়ন সমস্যাসমূহ মোকাবেলায় সহযোগিতার আশ্বাস

১৪ মার্চ – জাতিসংঘ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন, এ অঞ্চলের দ্বীপ দেশসমূহের জন্য সহযোগিতা বাড়ানো সংক্রান্ত প্রচারের অংশ হিসেবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অভিযান কেন্দ্রকে আরও শক্তিশালী করবে। এই দেশসমূহ তাদের আকার, আপেক্ষিক বিচ্ছিন্নতা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অসহায়ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে জটিল উন্নয়ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

জাতিসংঘ উপমহাসচিব ও ESCAP এর নির্বাহী সচিব নোলীন হায়জার গতকাল নিউ ক্যালিডোনিয়ার নওমিয়াতে শেষ হওয়া দু'দিনব্যাপী সভায় এই আঞ্চলিক সংস্থার পক্ষ থেকে এই কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার অঙ্গীকার করেন।

ফিজির সুভাতে অবস্থিত পরিচালনা কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা, ESCAP এ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশসমূহের বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং বিস্তৃত জাতিসংঘ ব্যবস্থা ও এর বাইরে আরও বেশি উপাত্ত সংগ্রহ এবং পরিসংখ্যান বিশে-ষণের সামর্থ বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য নতুন ব্যস্থাপনা অর্ন্তভুক্ত থাকবে।

ESCAP এর প্রকাশিত একটি সংবাদ বিবৃতিতে মিজ হায়জার বলেন, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশসমূহ ব্যতিক্রমধর্মী উন্নয়ন সমস্যা মোকাবেলা করছে। এই অবস্থার পরিবর্তনে প্রয়োজন এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে শক্তিশালী অংশীদারিত্ব গঠন এবং নিবিড় সমন্বয়সহ নতুন কার্যকর সম্ভাবনা ও সুযোগসমূহ অনুসন্ধান করা।

নওমিয়াতে এ সপ্তাহের সভায় অংশগ্রহণকারিদের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সংস্থা (ASEAN) এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের ফোরাম সচিবালয় (PIFS) অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মিজ হায়জার আরও উলে-খ করেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহ কতটুকু অর্জিত হল ESCAP তা পুনঃনিরীক্ষণ করছে। এই লক্ষ্যসমূহ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশসমূহের কাছে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (MDGs) নামে পরিচিত ।

সন্ত্রাস দমনে এবং সহনশীলতা সৃষ্টিতে জাতিসংঘ ও ইসলামী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে - বান কি-মুন

১৩ মার্চ – আজ মহাসচিব বান কি-মুন বলেন, ইসলাম এবং সন্ত্রাসবাদের মধ্যে যেকোন ধরনের যোগসূত্র দ্ব্যর্থহীনভাবে বাতিল করার এবং এ সংশি-ষ্ট অন্যান্য ইস্যুগুলো মোকাবেলায় জাতিসংঘ ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থাকে (OIC) সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

সেনেগালের ডাকারে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে জনাব বান বলেন, "আপনারা ধর্মের নামে যারা সহিংসতা চালায় তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।"

তিনি আরও বলেন, "আপনাদের এই প্রচেষ্টা Alliance of Civilizations এর প্রাথমিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সহনশীলতা ও পারস্পারিক সমঝোতা বৃদ্ধির জন্য জাতিসংঘের যে নিজস্ব পদক্ষেপ তাকে আরও দৃঢ় করবে। আমি আশা করছি, এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ও OIC-র সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাবে।"

মহাসচিব, বিশ্ব জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশের প্রতিনিধিত্বকারী OIC এবং জাতিসংঘকে স্বাভাবিক মৈত্রীর অংশীদার হিসেবে উলে-খ করে মধ্যপ্রাচ্য সংঘর্ষ, দারফুর, সোমালিয়া, চরম দারিদ্র এবং অন্যান্য নিপীড়নমুলক ইস্যুগুলোতে সহযোগিতা বজায় রাখারও আহ্বান জনান।

তিনি তাদের এই মর্মে সতর্ক করে দেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের বিশেষত গাজা তীরবর্তী অঞ্চলের অবস্থা এখনও আশংকাজনক এবং তিনি ইসরাইল ও ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষকে গাজার দুর্ভোগ লাঘবে ও এর জনগণকে আশান্বিত করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ জানান।

তিনি আঞ্চলিক স্বার্থ ও আভ্যন্তরীন লেবাননীয় হিসেব-নিকেষ সেখানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ইরান ও ইরাকের বিষয়েও আলোচনা করেন।

দারফুর সম্পর্কে বলতে গিয়ে জনাব বান সেখানকার UN/AU মিশন যা UNAMID নামে পরিচিত, তার উন্নয়নের উপর গুরত্ব আরোপ করে বলেন এটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কোন বিকল্প নয়। তিনি আরও যোগ করেন যে, ‘রাজনৈতিক প্রক্রিয়াই এই অঞ্চলের দীর্ঘ মেয়াদী শান্তি বজায় রাখার মুল চাবিকাঠি।’

তিনি উলে-খ করেন যে, OIC বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতিসংঘের সহযোগিতায় চাদ এবং সুদানের মধ্যে ও তাদের আভ্যন্তরীন শান্তি স্থাপনের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য।

ডাকারে গতকাল বিকেলে সেনেগালের রাষ্ট্রপতি আবদুল-াহ বারীর সভাপতিত্বে সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশির এবং চাদের রাষ্ট্রপতি ইদ্রিস ডেবির সমন্বয়ে এ বিষয়ের উপর একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। যদিও অনুষ্ঠানটি সময়সুচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়নি এবং মহাসচিব এ ব্যাপারে সেনেগাল, সুদান এবং চাদের রাষ্ট্রপতিদের সাথে পরামর্শ করছেন।

জনাব বান আজকের দিনের বেশির ভাগ সময়ই অতিবাহিত করেন রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধানদের সাথে মধ্যপ্রাচ্য হতে ইরাক, আফগানিস্তান, সাইপ্রাস, সুদান এবং চাদের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে।

অন্যান্যদের মধ্যে তিনি আজ সকালে সোমালিয়ার রাষ্ট্রপতি আবদুল-াহি ইউসুফ এবং ফিলিস্তিনী রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্বাসের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশের নের্তৃবৃন্দ এবং আফগানিস্থান ও ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে সাক্ষাতের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জাতিসংঘ পর্যবেক্ষণে সাইপ্রাসের নেতারা এ মাসের শেষে সরাসরি আলোচনায় বসতে সম্মত হয়েছেন

১২ মার্চ – সাইপ্রাস জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী (UNFICYP) আজ ঘোষণা করেছে যে, জাতিসংঘ পর্যবেক্ষণের অধীনে গ্রীক সাইপ্রাসী ও তুর্কি সাইপ্রাসী নেতাগণ আগামী ২১ মার্চ নিকোসিয়াতে সরাসরি আলোচনায় বসতে সম্মত হয়েছেন।

UNFICYP প্রকাশিত খবর মতে, জাতিসংঘ মহাসচিবের সাইপ্রাস বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি মাইকেল মোলার এর আহুত সভায় ডিমিট্রিস ক্রিসটোফিয়াস এবং মেহলেট আলি তালাত এর জেষ্ঠ্য সহকারিগণ আলোচনায় বসতে সম্মত হয়েছেন। আগামী ২১ মার্চ জাতিসংঘ সংরক্ষিত এলাকা নিকোসিয়াতে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে।

জনাব মোলারের মতে, জনাব ক্রিসটোফিয়াস ও জনাব তালাতের সহকারি জর্জ আকাভো এবং ওজডিল নামির মধ্যে অনুষ্ঠিত আজকের আলোচনাটি আন্তরিক ও গঠনমুলক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

UNFICYP উলে-খ করে যে, সহকারিগণ আলোচ্য বিষয়ে ও নিকোসিয়ায় ভবিষ্যতে সম্ভাব্য লিড্রা পারাপার সড়ক উন্মুক্তকরণে একটি ঐক্যমতে পৌছেছেন।

ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে আন্তঃসাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ উদ্ভবের কারণে ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে UNFICYP প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মিশনের মুল কাজ হলো বারংবার সংঘটিত যুদ্ধবিগ্রহ প্রতিহত করা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও স্থিতিশীল রাখা এবং একটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা।

পাকিস্তানে দ্বৈত আত্মঘাতি বোমা হামলায় জাতিসংঘ মহাসচিবের গভীর দুঃখ প্রকাশ

১১ মার্চ – জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন পাকিস্তানের পুর্বাঞ্চলীয় শহর লাহোরে আজ সকালে চালানো দ্বৈত আত্মঘাতি বোমা হামলায় অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন ও গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন, যেখানে দু’ডজনেরও অধিক লোক নিহত এবং বহুসংখ্যক আহত হয়।

তার মুখপাত্র কর্তৃক ইস্যুকৃত বক্তব্যে জনাব বান, সন্ত্রাসীদের এ ধরনের নির্বিচার সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কঠোর নিন্দা করেন এবং আক্রান্ত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।

এ বক্তব্যে আরও উলে-খ করা হয় যে, গত কয়েক মাসে পাকিস্তানে সন্ত্রাসী হামলার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় জাতিসংঘ মহাসচিব খুবই চিন্তিত এবং এ বিভীষিকাময় সন্ত্রাসী হামলা মোকাবেলায় দেশের সরকার ও জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসকে স্বাগত জানান।

** **